প্রথম আলো

তারিখ 29 APR 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

এক নামে দুই বিদ্যালয়

ইকবাল গফুর, সখীপুর (টাঙ্গাইল) ●

মাঝে কয়েক গজ ফাঁকা! দুই পাশে দুটি বিদ্যালয়। একটি টিনের, অপরটি আধা পাকা। টিনের ঘরের বিদ্যালয়ে ছাত্র বেশি, শিক্ষক কম। আধা পাকাটিতে ছাত্র কম, শিক্ষক বেশি। আপাত এ বৈসাদৃশ্য কিন্তু নামের বেলায় নেই। বিদ্যালয় দুটির নাম এক—প্রতিমা বংকী উত্তরপাড়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। টাঙ্গাইলের সখীপুরে এক নামের এমন দুটি বিদ্যালয় রয়েছে।

> 'আমাদের বিদ্যালয়টি পরে প্রতিষ্ঠিত হলেও রেজিস্ট্রেশন পেয়েছি ওদের আগে। তাই এখানে আমরাই থাকব, ওরাই চলে যাবে'

দুটি বিদ্যালয় সরকারের স্বীকৃতি পাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী হালিমা। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, কীভাবে এক স্থানে একই নামে দুটি বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) পেল, তা বোধগম্য নয়। এটা আগের শিক্ষা কর্মকর্তা করে গেছেন। শিগগির একটি বিদ্যালয় অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে।' শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, মনে রাখার সুবিধার্থে তিনি এক বিদ্যালয়ের নাম দিয়েছেন—'শামছুলের বিদ্যালয়', অন্যটির—'কেয়ার বিদ্যালয়'। টিনের ঘরের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামছুল আলম এবং আধা পাকা বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক কেয়া আক্তার।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিদ্যালয় দুটি সখীপুরের দাড়িয়াপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ফুটানি বাজারের পূর্বপাশে অবস্থিত। ওই স্থানে একটি মাঠ আছে। মাঠের পশ্চিম পাশে টিনের ও পূর্বে আধা পাকা বিদ্যালয়টি রয়েছে। টিনের ঘরের বিদ্যালয়টি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ২৫৩ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন তিনজন। বিদ্যালয়টি ২০১০ সালের জুলাইয়ে নিবন্ধন পায় বলে প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন।

অপরদিকে আধা পাকা বিদ্যালয়টি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ১৬৮ জন ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে চারজন শিক্ষক আছেন। এটি ২০১১-এর জুনে নিবন্ধন পেয়েছে বলে প্রধান শিক্ষক নিশ্চিত করেছেন।

আধা পাকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা সখীপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবদুল মালেক বলেন, প্রথমে এটি কমিউনিটি বিদ্যালয় ছিল। পরে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়। অপরদিকে, টিনের ঘরের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মালেকের চাচাতো ভাই বিল্লাল হোসেন।

আধা পাকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী আয়শা আক্তার জানায়, তারা দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিলেমিশে খেলাধুলা করে। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন এক বিদ্যালয়ের ঘণ্টা বাজে। তখন কোন বিদ্যালয়ের ঘণ্টা বাজল, সেটা নিয়ে তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়।

আধা পাকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেয়া আক্তার বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়টি আগে প্রতিষ্ঠিত, তাই আমরা এই স্থানে থাকব। পাশের বিদ্যালয়টি অন্যত্র চলে যাবে।'

টিনের ঘরের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামছুল আলম বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়টি পরে প্রতিষ্ঠিত হলেও রেজিস্ট্রেশন পেয়েছি ওদের আগে। তাই এখানে আমরাই থাকব, ওরাই চলে যাবে।' এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বিল্লাল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, যেকোনো একটি বিদ্যালয়ের নাম ও স্থান পাল্টাতে হবে। সামাজিকভাবে বসে বিষয়টি মীমাংসা করা হবে।